ফারহীন

ফিৎনার ভীড়ে আত্মার জাগরণ

মোরশেদা কাইয়ুমী

ওয়াফি পাবলিকেশন

| লেখিকার অনুভব |

শুরু করছি বিনীত চিত্তে, সেই পরম করুণাময়ের নামে, যিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক। যাঁর অনুগ্রহ ছাড়া একটি নিঃশ্বাসও নেওয়া যায় না, যাঁর হেদায়েত ছাড়া সত্যের পথ খুঁজে পাওয়ার কোনো উপায় নেই। মানবজাতিকে আলোর পথ দেখাতে তিনি যুগে যুগে প্রেরণ করেছেন নবী ও রাসুলগণকে। তাঁদের মধ্য থেকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেরিতজন—মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—তাঁর প্রতি দরুদ ও সালাম। তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা কেবল ইবাদতের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে আলো ছড়িয়ে দেয়।

"ফারহীন" শুধু একটি উপন্যাস নয়—এ যেন হৃদয়ে জমে থাকা না-বলা অনুভবের প্রতিচ্ছবি। সমাজের অগোচরে এমন অনেক ফারহীন আছে—যারা নীরবে কাঁদে, আবারও উঠে দাঁড়ায়। তাদের অভিমান, প্রশ্ন আর ক্লান্তি—সবকিছু হিজাবের আড়ালে চাপা থাকে। তারা কারও স্বীকৃতি চায় না, তারা চায় আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে।

এই উপন্যাস নিছক কল্পনা নয়—এটা বাস্তব, খুব কাছের বাস্তব। সেই মেয়েটির গল্প, যে হারিয়ে গিয়েছিল সবার দৃষ্টি থেকে, কিন্তু প্রভুর কাছে ফিরে পেয়ে গেছে নিজেকে।

আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা হাবিবুন নাহার মিমি ও ফাহমিদা আফরীনের প্রতি। এবং যারা এই যাত্রায় পাশে ছিলেন, তাদের জন্য অন্তরের দোয়া।

সবশেষে, দয়াময়ের দরবারে এই প্রার্থনা—এই বই যেন পৌঁছে যায় প্রতিটি এমন হৃদয়ের হাতে, যে আলোর পথে একটুখানি পা বাড়াতে চায়।

— মোরশেদা কাইয়ুমি
১১ই মে ২০২৫

| এক |

"আমি চলে যাচ্ছি... তুমি কি আমার ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকবে?"

শেষ বিকেলের সোনালি রোদ আকাশের কোণে জমে থাকা মেঘের ভাঁজে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছিল। আকাশের সীমানা যখন রক্তবর্ণ হয়ে উঠছিল, তখন তার রেশ রোদ্দুরে ছড়িয়ে পড়ছিল যেন। জানালার কাচ ভেদ করে আসা সোনারং রোদ্দুর তার মুখে মায়াবী এক আভা ছড়িয়ে দিলো। বাতাসে যেন চমৎকার এক সুরের মতো শব্দগুলো আবারো ভেসে এলো তার কানে, "আমি চলে যাচ্ছি... তুমি কি আমার ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকবে?"

ফারহীনের ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত এক চিলতে হাসি খেলা করে গেল। তবে সে হাসি জুড়ে থাকলো অস্বস্তি আর সংশয়ের এক মিশেল। মনে হলো যেন এই মুহূর্তটি জীবনের এক সন্ধিক্ষণে আটকে গেছে। যেখানে আলো আর অন্ধকার একে অপরকে টানে আর নিরন্তর লড়াই করে চলে। চোখে ছিল তার শান্তির জন্য অদ্ভুত এক ধরনের সন্ধান, কিন্তু মনের গভীরে আছড়ে পড়ছিল এক শঙ্কা, অজানা কোনো এক ভয়। মনের মধ্যে জমে থাকা দ্বিধা যেন তাকে কোথাও একটুখানি শান্তি পেতে দিচ্ছিল না। বইয়ের পাতাগুলো খোলা ছিল তার সামনে। তবুও বইয়ের শব্দগুলোকে ছুঁতে পারছিল না সে, কোনো এক অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে চিন্তা করতে বাধা দিচ্ছিল বারবার!

'এই দ্বন্দ্বের শেষ কোথায়?' ভেতর থেকে গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলে নিজেকে প্রশ্ন করলো ফারহীন। ঠিক তখনই দরজায় আলতো শব্দে কড়া পড়লো।

মনে তার এক অজানা উত্তেজনার সৃষ্টি হলো, কারণ জানালার আড়াল থেকে ফারহীন দেখতে পেয়েছে, একটা সাদা রঙের গাড়ি এসে থেমেছে তাদের দরজায়। কে এলো এই অবেলায়?

কিছুটা দ্বিধা নিয়ে দরজার সামনে থমকে দাঁড়ালো সে, আবারো কড়া নাড়ার শব্দে ভাবলো, মা হয়তো কোনো কারণে ডাকছেন তাকে। কিন্তু আলতো করে দরজা খুলতেই দেখলো, সামনে মুন্না দাঁড়িয়ে। তার সেই খালাতো ভাই, যে বহু বছর পর বিদেশ থেকে ফিরে এসেছে। তাকে দেখে মুন্নার মুখে ফুটে উঠলো সেই চিরচেনা রহস্যময় হাসি, কিন্তু চোখে তার খেলতে লাগলো অদ্ভুত এক কৌতূহল। সেই হাসির আড়ালে এমন কিছু একটা ছিল, যা ফারহীনের মনকে অস্বস্তিতে ফেলে দিলো। নিস্তব্ধ ঘরে মুন্নার উপস্থিতি ফারহীনের মনের মধ্যে অদৃশ্য এক ভয় ধরিয়ে দিলো।

"হেই ফারহীন! কেমন আছো? কতোদিন পর আমাদের দেখা!" মুন্নার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ যেন পুরোনো দিনের আবছা স্মৃতিগুলোকে নতুন করে জীবন্ত করে তুললো। কিন্তু সেই স্মৃতিগুলো ফারহীনের হৃদয়ে প্রশান্তি আনলো না, বরং অদৃশ্য এক শঙ্কার গভীরে ঠেলে দিলো ওকে। ফারহীন কিছু না বলে মুখে ভদ্রতার এক মৃদু হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলো বটে। কিন্তু সেই হাসি তার ভেতরের ভয় আর অস্বস্তিকে আড়াল করতে পারলো না। হাসির আড়ালে লুকিয়ে থাকা কাঁপন যেন বলে দিচ্ছে সব!

মুন্না দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল ফারহীনকে। মুন্নার দৃষ্টি লক্ষ করে বিব্রত হয়ে পড়ে ফারহীন, টেনেটুনে ওড়নাটা আরেকটু ঠিক করে নেয়। মনে মনে নিজেকে বারবার ধিক্কার দিচ্ছিল সে। কেন দরজাটা খুলতে গেল? মুন্নার ঐ দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল, যার কারণে খুবই অস্বস্তি বোধ করতে থাকে ফারহীন। তাই আর কিছু না বলেই তখনি দ্রুত ওয়াশরুমের ভেতরে ঢুকে পড়লো সে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে তাকালো। চোখে-মুখে এক ধরনের চাপা শঙ্কা ফুটে উঠলো তার। মনে হতে লাগলো, এখন, এই মুহূর্তে তার মন, শরীর এবং আত্মা—সবকিছুই যেন এক অদ্ভুত দ্বন্দ্বে জড়িত। সে জানতো, কিছু একটা ভুল হতে চলেছে। কিন্তু ভুলটা যে কী, সেটাই ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না।

মুন্না! ছোটবেলা থেকেই যে নামটা তার মনে বারবার ভয় আর অসহায়ত্বের চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেছে, তার সব স্মৃতি যেন এই মুহূর্তে একসাথে হুড়মুড় করে আবার ফিরে আসতে চাইছে তার মস্তিষ্কের গহীনে!

বুক ধড়ফড় করতে লাগলো ওর। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে মনে হলো, যেন আবার সেই ভয়ংকর পুরোনো দৃশ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে সে, যে দৃশ্যকে সে ভুলে যেতে চেয়েছে বারবার!

সেই আবছা আলো। মেঝেতে পড়ে থাকা নীল রঙের একটা জামা। বিভ্রান্ত একটা মুখ। চাপা একটা হাসি!

ফারহীনের গা যেন শিউরে উঠলো, ভয়ে সে চোখ বন্ধ করে ফেললো। সেই ঘটনার পর তো অনেকগুলো দিন পার হয়ে গেছে, তবুও কেন সেই দৃশ্যগুলো তার ভেতর এতোটা জীবন্ত হয়ে রয়ে গেল?

হাতের আঙুলগুলো ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল ক্রমশ। মনে হচ্ছিল চারপাশের মেঝে যেন কাঁপছে। চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি গড়িয়ে পড়লো ফারহীনের।

ওয়াশরুমের দরজার সামনে মায়ের গলা শোনা গেল।

"ফারহীন, এই ফারহীন! মুন্না অপেক্ষা করছে তোর জন্য! সেই কখন থেকে ডাকছি, বের হবি না? তোর আব্বু আসুক আজ, বোঝাবো মজা তোকে! মেহমানের সামনে এসব কী ব্যবহার?" চিৎকার করে উঠলেন মা।

ফারহীন কিছু বললো না। মাথা নিচু করে আয়নার সামনে বসে রইলো। ভেতরে তার যুদ্ধ অবিরাম চলছে। সে ভাবছে, বাইরে কি বের হবে, নাকি হবে না?

বুকের গভীর থেকে একটা দম নিলো ফারহীন। আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজের ঈমানের শক্তি অনুভব করার চেষ্টা করলো, তারপর আস্তে করে দরজা খুলে বাইরে এসে জানালার পাশে দাঁড়ালো সে। রাত নেমে আসছে ধীরে ধীরে। তার মনে হলো, এই রাতের আঁধারের মধ্যেও আলোর ঝলকানি আছে। তার ঈমানই তার এই আঁধারের আলো, হাজারো সমস্যার মধ্যেও যে ঈমান তাকে সমাধানের পথ দেখিয়ে দেবে। গোধূলির স্মৃতিতে মিশে থাকা তার চিন্তা যেন

তাকেই বলে গেল, "আলো আর আঁধারের এই লড়াইয়ে জয় হবে আলোরই। আমি এই পথে কাউকে পাই কিংবা না পাই, আল্লাহ তো আছেন। তিনিই আমার সহায় হয়ে থাকবেন, সবসময়!"

| দুই |

গোধূলির আলো ম্লান হয়ে গেছে। ঘরজুড়ে নেমে এসেছে রাতের নীরব অন্ধকার। ফারহীন মাগরিবের সালাত আদায় করে জায়নামাযে বসে এক মনে দরুদ পড়ছিল, যেন দরুদের শক্তিতে তার অস্থির মনের ঝড়কে থামাতে চায়। আজকের সন্ধ্যার প্রতিটি মুহূর্ত যেন তাকে পাথরের মতো ভারী করে রেখেছে—মায়ের বকাঝকা, খালাতো ভাই মুন্নার অপ্রত্যাশিত আগমন আর সেই সাথে এক অদৃশ্য চাপে তার ঈমানের পরীক্ষা। মনে হচ্ছিল, যেন একে একে সবকিছু তার দিকে ঝড়ের মতো আছড়ে পড়ছে আর সে কিছুই করতে পারছে না।

বাড়ির ভেতরে অস্বস্তিকর একটা নীরবতা ছড়িয়ে আছে। ঘরের চারপাশে অদৃশ্য এক অস্থিরতার জন্ম দিয়েছে এটা। বাতির উজ্জ্বলতা কমিয়ে দেওয়ায় ঘরের কোণায় বিরাজ করছে এক দুঃখভরা নিঃসঙ্গতা। জানালার কাচের ওপারে আকাশের রং ম্লান হয়ে নেমে এসেছে কালি গোলানো অন্ধকার, সবকিছুকে যেন গ্রাস করে নিচ্ছে ওটা। বাড়ির বাইরের ঝি ঝি পোকার গান, সিলিং ফ্যানের ধীরগতির একটানা ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ, মায়ের থালাবাসনের প্রতিটি টুংটাং—সবকিছু যেন শতগুণ হয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তার মনের গভীরে।

"ফারহীন!" মায়ের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর দরজার ওপাশ থেকে ভেসে এলো আবারো। তার কণ্ঠে এক ধরনের উদ্বেগ। ফারহীনের মনের উপর চাপটা বেড়ে গেল আরো অনেকখানি।

"তুই কি এখনো রুমে বসে আছিস? মুন্নার জন্য নাস্তা নিয়ে যা। এতোদিন পর ছেলেটা এসেছে আর তুই এমন ব্যবহার করছিস? ওর সাথে একটু ভালোভাবে কথা বলিস।"

ফারহীন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। তার শরীরের প্রতিটি পেশি যেন শিথিল

হয়ে গেছে। সে জানে, মায়ের কথার অবাধ্য হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। ভেতরে ভেতরে অদ্ভুত এক ধরনের অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো সে। বুঝতে পারলো, এই মুহূর্তটি তার ঈমানকে আবারো কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলবে। মা-বাবার চোখে আজও সে তাদের আদর্শ মেয়ে। কিন্তু সে জানে, এই পরিস্থিতিতে নিজের বিশ্বাসের জন্য তাকে আরো শক্ত হতে হবে।

আলমারির দরজা খুলে নিজের বড় হিজাবটা বের করে মাথায় দিলো সে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে নিলো একবার। ওর মনে হলো, যেন এই হিজাবের ভেতরেই লুকিয়ে আছে তার আত্মবিশ্বাস আর সাহস। হিজাবের প্রতিটি ভাঁজ যেন তার আত্মমর্যাদা আর বিশ্বাসের প্রতীক হয়ে উঠেছে। মনে মনে নিজেকে সে বললো, "আমি কিছুতেই হার মানবো না। কে কী বললো, তাতে কিচ্ছু যায় আসে না। আমি আমার বিশ্বাসের পথেই চলবো।"

"মুখ থেকে হিজাবটা নামা। নিজের ভাইয়ের সামনেও এখন তোকে জঙ্গীদের মতো যেতে হবে? তুই কি শুনছিস আমি কী বলছি? সবসময়ই অসামাজিকভাবে চলাফেরা করিস তুই।" ফারহীনকে দেখে একরাশ বিরক্তি নিয়ে কথাটা বললেন ওর মা।

"কিন্তু মা, সে তো আমার আপন ভাই না। তার সামনে তো আমার পর্দা করা ফরয।" বিড়বিড় করে বললো ফারহীন।

"মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোর? দিন দিন তোর এসব সেকেলে ধ্যানধারণা বেড়েই যাচ্ছে। তোকে কে শেখায় এগুলো? যা বলছি, যেভাবে বলছি সেভাবে কর, একদম বেয়াদবি করবি না!" মা ধমক দিয়ে উঠলেন।

ফারহীন নাস্তার ট্রের দিকে তাকালো, এই অল্প সময়ের মধ্যে মা নানা ধরনের বাহারি নাস্তা তৈরি করে ফেলেছেন তার আদরের মুন্নার জন্য। রাগে যেন গা আরো জ্বলে উঠলো ফারহীনের। রান্নাঘরের টুংটাং আওয়াজ শোনা যাচ্ছে তখনো। হয়তো আবার নতুন কোনো আইটেম করতে বলে এসেছেন খাদেমা আপাকে। এ যেন রীতিমতো জামাই আদর!

ফারহীন আনমনে দরজার দিকে তাকালো, তার মনটা বাবার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। সে ভাবছে, "ইশ, বাবা যে আজ কেন এতো দেরি করছেন!' কী করবে

বুঝে উঠতে পারছে না সে।

"কীরে? এখনো এমন ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন? সব তো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। যা!" মা রীতিমতো ধমক দিয়ে ফারহীনকে বাধ্য করলেন মুন্নার সামনে যেতে। ভেতরের অস্বস্তি চাপা দিয়ে নিজেকে গুছিয়ে নিতে চেষ্টা করলো সে। নাস্তার ট্রে হাতে নিয়ে ধীরপায়ে মুন্নার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। প্রতিটি পদক্ষেপ যেন তার দ্বিধা আর অস্থিরতাকে আরো বাড়িয়ে তুলছিল। জানালার একটুখানি বন্ধ পাল্লাটা দিয়ে হালকা বাতাস বইছিল। কিন্তু ফারহীনের ভারাক্রান্ত মনে সেই বাতাস প্রশান্তির কোনো দোলা দিতে পারলো না। ওর শরীরের প্রতিটা স্নায়ু যেন টানটান হয়ে উঠছিল, অদ্ভুত এক শঙ্কা ভেতরে দোলা দিচ্ছিল বারবার।

দরজার সামনে ট্রে হাতে এসে গভীর এক শ্বাস নিলো ফারহীন, যেন নিজেকে সামলানোর শেষ চেষ্টা করছে। এরপর ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকলো সে।

ঘরের ভেতরে মুন্না তখন জানালার পাশে দাঁড়িয়ে, এক হাতে চায়ের কাপ ধরা। জানালার বাইরে তাকিয়ে যেন কোনো এক ভাবনায় ডুবে ছিল সে। মুখে রহস্যময় একটা হাসি লেগেই আছে আর এই হাসিটাই ফারহীনের মনে অদ্ভুত এক অস্বস্তির ঝড় তুলে দিলো। সেই হাসিতে এমন কিছু ছিল, যেটাকে নিছক খুশির হাসি বলে চালিয়ে দেওয়া যায় না। মুন্নার চোখে লুকিয়ে থাকা বিদ্রূপ আর অস্পষ্ট ইঙ্গিত যেন ফারহীনের মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা ভয়টাকেই আরো খানিকটা উসকে দিলো।

"এসো, ফারহীন। তোমার এই নতুন রূপ দেখে তো আমি পুরো অবাক! এতো বড় হিজাব পরেছো যে, তোমাকে দেখতে একেবারে খালাম্মাদের মতো দেখাচ্ছে। যেন আমার দাদী কবর থেকে উঠে এসে সামনে দাঁড়িয়েছে! হা হা হা!"

মুন্নার কণ্ঠে তাচ্ছিল্যের সুর। প্রতিটি শব্দ যেন ছুরির মতো ফারহীনের হৃদয়ে বিঁধছিল। চোখের কোণায় পানি জমে গেল, কিন্তু নিজেকে শক্ত রাখলো সে। জানতো, তার প্রতিক্রিয়া মুন্নাকে আরো সাহসী করবে। তাই নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো সে, প্রতিবাদে কিছুই বললো না।

মুন্না এখানেই থামলো না। তার কণ্ঠ যেন আরো কটাক্ষে ভরে গেল। এবার সে ব্যাঙ্গাত্মক হাসি দিয়ে বললো, "তোমাকে দেখে সত্যিই মজা লাগছে, ফারহীন। আগে তুমি কী প্রাণবন্ত ছিলে! এখন এতো অল্প বয়সে এরকম বদলে গেলে কেন? এটা কি তোমার নতুন কোনো শখ?"

ফারহীন মনে মনে ক্ষোভ চেপে ধরে নিজের অন্তরকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছিল। সে জানতো, এই নীরবতাই তার আসল শক্তি।

কিন্তু মুন্না ততোক্ষণে আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে। হঠাৎ ফারহীনের হাত ধরে সে কাছে টেনে নিলো। বললো, "তোমাকে সেই ছোটবেলা থেকেই আমি খুব পছন্দ করি, জানো? তোমার এই নতুন রূপও আমাকে মুগ্ধ করেছে, একটু আগে স্রেফ মজা করছিলাম আমি। চলো, আমার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় চলো। তোমাকে রাণীর মতো করে রাখবো।"

মুহূর্তের মধ্যে ফারহীনের মুখ রক্তিম হয়ে উঠলো। অপমান আর ক্ষোভে জ্বলে উঠলো পুরোটা শরীর। কোনোরকমে জোর করে মুন্নার হাত ছাড়িয়ে সরে এলো সে। তারপর নিজের সমস্ত সাহস এক করে মুন্নার গালে সপাটে বসিয়ে দিলো এক চড়।

ঘরের প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা যেন এই এক চড়ের শব্দে ভেঙে চুরচুর হয়ে গেল। মুন্না হতবাক হয়ে গাল ধরে দাঁড়িয়ে থাকলো। চোখে তার ক্রোধ জমতে লাগলো, যেন যেকোনো মুহূর্তে হিংস্র বাঘের মতো ফারহীনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার অপমানের প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুত।

"এটা তুমি কী করলে, ফারহীন? তোমার মাথা কি ঠিক আছে? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি!" রাগে তার মুখ থেকে যেন ঠিকঠাক কথাই বের হচ্ছিল না।

ফারহীন দৃঢ় কণ্ঠে বললো, "মুন্না ভাই, আমি আর আগের সেই ছোট মেয়ে নই, যে তোমার অন্যায়গুলো মুখ বুজে সহ্য করবো। এই পথ আমি বেছে নিয়েছি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আর তুমি? তুমি কীভাবে নিজের অশ্লীল কাজকে ভালোবাসা বলে চালাতে পারো? তোমার মনে কি আল্লাহর একটুও ভয়ডর নেই?"

মুন্না ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। অতীতের পচা ডোবার সেই দিনের কথা তার মনে পড়ে গেল। সেই দিন, যেদিন তার অহংকার চূর্ণ হয়েছিল, তার আত্মমর্যাদা পচা কাদায় ডুবে গিয়েছিল। কিন্তু আজকের দিন ভিন্ন। ফারহীনের সামনে সে তার সেই লজ্জার কথা আর মনে করতে চাইলো না।

মুন্না উত্তরে কিছু বলতে যাবে, ঠিক তখনই দরজার বাইরে কারো পায়ের শব্দ শোনা গেল। ফারহীনের মা দ্রুত ঘরে ঢুকে পড়লেন। তার মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। "এখানে কী হচ্ছে? কিছু একটার শব্দ শুনলাম বলে মনে হলো!"

মুন্না গাল চেপে ধরে বললো, "খালামণি, দেখেন, আপনার এই বদ মেয়ে ফারহীন আমাকে চড় মেরেছে! আমি তো শুধু একটু মজা করছিলাম!"

মা হতভম্ব হয়ে ফারহীনের দিকে তাকালেন। "তুই এটা কী করলি! তোর সাহস হলো কী করে ওকে অপমান করার?"

ফারহীন স্তব্ধ হয়ে রইলো। তার চোখে জমে থাকা অশ্রু গাল বেয়ে নেমে আসছিল, কিন্তু সে কোনো কথা বললো না।

ঠিক তখন ফারহীনের বাবা ঘরে ঢুকলেন। মা চিৎকার করে তাকে বললেন, "পারভেজ! দেখো, তোমার মেয়ে আমাদের মানসম্মান কীভাবে নষ্ট করছে! ছেলেটাকে চড় মেরেছে! দিনে দিনে কেমন বেয়াদব হয়ে উঠছে, দেখো!"

বাবা ধীর গলায় বললেন, "তোর এমন ব্যবহার মোটেও ঠিক হয়নি, ফারহীন। মুন্না আমাদের ঘরের ছেলে। তোর মতো শিক্ষিত মেয়ের এরকম ব্যবহার মানায় না।"

ফারহীনের চোখ ভিজে উঠলো, কিন্তু সে কোনো প্রতিবাদ করলো না। মনে মনে বললো, "তোমরা কেউ আমার কষ্টটা বুঝবে না। আজ যদি আমি চুপ করে থাকতাম, তবে আমার ইজ্জত আর ঈমান দুটোই ধ্বংস হয়ে যেতো।"

কারো কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সে ধৈর্য ধরে চুপচাপ সেখান থেকে বের হয়ে গেল।

রাতে জায়নামাযে বসে আল্লাহর কাছে দু'আয় ডুব দিলো ফারহীন। চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকালো, জানালার বাইরে তারার ঝিকিমিকি। সেই